<u>অপর-৮০/২০২৩</u>

অদ্য নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষ হাজিরা দাখিল করেন। অতঃপর নথি আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

বাদীর দরখাস্তের মূল বক্তব্য হলো, নালিশী আর. এস. ১৫৪৬ দাগের ৬ শতক ভূমি চান্দ বিবি ও ময়না বিবির ছিল। তৎ মতে আর. এস. খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। চান্দ বিবি মরনে তৎ স্বত্ব কন্যা ময়না বিবি প্রাপ্ত হয়। উক্ত ময়না বিবি নালিশী দাগের ৬ শতক ভূমি সহ অন্যান্য ভূমি ০৮/০৭/১৯৪৬ ইং তারিখে ৩৯১৭ নং দানপত্র মূলে লালমতি বিবির নিকট হস্তান্তর করেন। লালমতি বিবি মরণে পুত্র ননা মিয়া ও ২ কন্যা গোলতাজ খাতুন, কুলছুমা খাতুন প্রাপ্ত হয়। উক্ত গোলতাজ খাতুনের স্বত্ব আপোষ বন্টনে ননা মিয়া ও কুলছুমা খাতুন প্রাপ্ত হয়। গোলতাজ খাতুন মরণে ৮-১৩ নং বিবাদীগণ ওয়ারিশ হন। উক্ত ননা মিয়া নালিশী দাগের আন্দর ১.৫০ শতক ভূমি ১৯৭৬ ইং সনে আবদুল হাকিম এবং পরবর্তীতে আবদুল হাকিম উহা ১৯৮৪ ইং সনে ছবির আলীর নিকট বিক্রয় করেন। কুলছুমা খাতুন নালিশী দাগে তৎ প্রাপ্তীয় ২.২০ শতক ভূমি ও অন্যান্য দাগে অপরাপর ৬৯৮১ নং কবলা মূলে নুরুল আলমের নিকট বিক্রয় করেন। ছবির আহম্মদ মরনে তৎ ৪ পুত্র নুরুল আলম, আবুল কাশেম, আবুল হোসেন, মুকবুল হোসেন ও ২ কন্যা বিলকিছ খাতুন, রাবেয়া খাতুন প্রাপ্ত হয়। উক্ত নুরুল আলম নালিশী দাগের আন্দর ২.২০ শতক ভূমি খরিদ সূত্রে ও ০.৩০ শতক ভূমি পিতা ছবির আলী হইতে পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত মোট ২.৫০ শতক ভূমি ও অপরাপর ভূমি সহ মোট ১০.২৫ শতক ভূমি গত ০২/০১/১১ ইং তারিখের ১৮নং হেবা ঘোষণা দলিল মূলে তৎ স্ত্রী বাদী মোছাম্মৎ সেলিনা পারভিনের অর্থা বাদীর নিকট (বাদী) হস্তান্তর করেন। নালিশী দাগের আন্দর ২.৫০ শতক ভূমি বাবদে বাদীর নামে ১৬৪১ নং নামজারী খতিয়ান সৃজিত আছে। নালিশী ভূমিতে বাদী দোকানগৃহ নির্মানে ও কিছু অংশে বৃক্ষাদি লাগিয়ে ভোগ দখলে স্থিত আছেন। ১৪/১৬ নং বিবাদীগণ যাতে বাদীর শান্তিপূর্ন ভোগদখলে বাধা সৃষ্টি ও বাদীর নামীয় নামজারি খতিয়ান বাতিল না করতে পারে তজ্জন্য অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেন।

অপরদিকে ১৬ নং বিবাদীর লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য হলো নালিশী আর. এস. ১৫৪৬ দাগের ৬ শতক ভূমির মালিক ছিল চান্দ বিবি গং। তৎ মতে আর. এস. ১৩২৯ নং খতিয়ান প্রচার আছে। তবে আর. এস. ১৩২৯ নং খতিয়াে "আপোষ মতে রমেশ গং বেষ্টিত" এবং নালিশী আর. এস. ১৫৪৬ দাগের বিপরীতে "চান্দ বিবি গং" দখল মন্তব্য লিপি ভুল ভিত্তিহীন ও অকার্যকর বটে। পরবর্তীতে আর. এস.

রেকর্ডি ও তৎ ওয়ারীশদের নামে বি এস ১০৮৭ নং খতিয়ান হয়। আর. এস. / বি. এস. রেকর্ডি বীরেন্দ্র লাল এর পরবর্তী জের ওয়ারীশগণ নালিশী আর. এস. ১৫৪৬ দাগ সামিল বি. এস. ১৪১৩ দাগে তাহাদের প্রাপ্যাংশীয় ভূমি ২৩/০/১২ ইং তারিখে কবলা মূলে অত্র বিবাদীর নিকট হস্তান্তর করেন। আবার উপেন্দ্র এর পুত্র তপন নালিশী দাগে তৎ প্রাপ্যাংশীয় ভূমি বিগত ১৪/৮/১৩ ইং তারিখে রেজিঃকৃত ৭৪১১ নং দলিল মূলে অধীন এই বিবাদীর নিকট বিক্রি করেন। এভাবে বিবাদী নালিশী দাগে খরিদা ৩ শতক ভূমি বাবদ নামজারী জমাভাগ খতিয়ান সৃজনের আবেদন করেন। অধীন আপত্তিকারী বিবাদী সহ আপত্তিকারীর অপরাপর ভাই বোনগণ নালিশী বি. এস. ১৪১৩ দাগে (৩+১.৫০)=৪.৫০ শতক ভূমিতে মৌরশী ও খরিদা সূত্রে ভোগ দখলে নিয়ত আছেন। বাদী তৎ দাবী মতে নালিশী দাগের ভূমিতে ২.৫০ শতকে স্বত্ববান দখলকার নহে। বাদী এই বিবাদীর অজ্ঞাতে নালিশী বি. এস. ১৪১৩ দাগে তৎ প্রাপ্যাংশীয় ভূমি অপেক্ষা অতিরিক্ত ভূমি তথা ২.৫০ শতক ভূমি সম্পর্কে নিজ নামে ১৬৪১ নং পৃথক বি. এস. নামজারী খতিয়ান সৃজন করিলে এই বিবাদী উক্ত খতিয়ানের বিরুদ্ধে সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস উভয় পক্ষকে নোটিশ প্রদান করিলে তথায় সুবিধা করিতে পারিবে না বুঝিতে পারিয়া বাদী তড়িগড়ি করিয়া অত্র অরক্ষনীয় এবং হেতুবিহীন মোকদ্দমা আনায়ন করিয়াছে। বাদী মাননীয় আদালতে With cleand hand আসে নাই। তাই বাদী কোনরূপ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ পাইতে পারেন না। অধিকন্তু সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য অধীন এই বিবাদীর পক্ষে এবং বাদীর বিপক্ষে হয়। বাদীর নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য হয়।

উভয়পক্ষের বক্তব্য, অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিসহ দাখিলীয় কাগজাদী ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় বাদীপক্ষ মূলত নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেছেন অত্র মামলার ১৬ নং বিবাদী ১৪ নং বিবাদীর সাথে পরস্পর যোগসাজস করে যাতে নামজারি আপত্তি মিস কেস ১১১/২২ নং মামলার অনুবলে বাদীর নামীয় নামজারি ১৬৪১ নং খতিয়ান বাতিল না করতে পারে এবং বাদীর শান্তিপূর্ণ ভোগদখলে বাধা সৃজন করতে না পারে। উভয়পক্ষের দাখিলীয় কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় বিরোধীয় ভূমি আর এস ১৩২৯ নং খতিানে আর এস ১৫৪৬ দাগ অন্তর্গত হয়। বাদীপক্ষের দাখিলীয় উক্ত আর এস খতিয়ান হতে দেখা যায় দাগে দখল মন্তব্য কলাম মতে চান্দ বিবি গং মালিক হন। কিন্তু বিবাদী পক্ষের দাবি হলো চান্দ বিবি গং সহ রমেশ চন্দ্র গং ও মালিক ছিলেন। খতিয়ানে রমেশ চন্দ্র গং বেষ্থিত বলা হলে বাস্তবে তারা বেষ্থিত নন। কেননা বি এস খতিয়ান উক্ত আর এস রেকর্ডী গং সকলের নামে লিপি হয়েছে। বি এস খতিয়ান

দৃষ্টে বিবাদীপক্ষের দাবির সত্যতা প্রতীয়মান হয়। বাদীপক্ষের দাবিমতে আর এস রেকর্ডী হতে হস্তান্তর পরিক্রমায় বাদী হেবাসূত্রে নালিশী দাগে ২.৫০ শতক সম্পত্তি অর্জন করেন এবং নিজ নামে ১৬৪১ নং নামজারী খতিয়ান সৃজন পূর্বক তথায় দোকানগৃহ নির্মানে ও গাছপালা রোপনে ছেদনে ভোগদখলে নিয়ত আছেন। দাখিলী বি এস নামজারি ১৬৪১ খতিয়ান দৃষ্টে উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। অপরদিকে বিবাদীপক্ষ আর এস রেকর্ডী বিরেন্দ্র ও উপেন্দ্রের ওয়ারীশগনের নিকট হতে অত্র বিবাদী নালিশী দাগে ৩ শতক এবং তৎ অপরাপর ভাইবোন আরো ১.৫ শতক সহ মোট ৪.৫০ শতক ভূমি খরিদসূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার হবার দাবি করেন। উভয়পক্ষের কাগজাদি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র মামলায় জটিল স্বত্বের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে যাহা চূড়ান্ত সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যাতিরেকে এ মূহুর্তে সমাধান প্রদান সম্ভব নয়। প্রতীয়মান হয় যে বিরোধীয় দাগের ২.৫০ শতক সম্পত্তি নিয়ে বাদীর নামে ১৬৪১ নং নামজারি খতিয়ান সৃজিত হয়। অত্র বিবাদীপক্ষ উক্ত খতিয়ানের বিরুদ্ধে আপত্তি মিস ১১১/২০২২ নং মামলা দায়ের করেন যাহা বর্তমানে চলমান রয়েছে। বিধি মতে যে কোন সংক্ষুদ্ধ ব্যাক্তি নামজারি খতিয়ানের বিরুদ্ধে আপত্তি কেস দাখিলের সুযোগ রয়েছে। বিরোধীয় সম্পত্তি বিষয়ে সিভিল মামলা চলাবস্থায় আপত্তি কেস চলিলে Conflict of judicial order & Proceeding এর যে যুক্তি বাদীপক্ষ তুলে ধরেছেন তা সম্পূর্ন অযৌক্তিক ও অগ্রহনযোগ্য বলে আমি মনে করি। কেননা আপত্তি কেস নিষ্পত্তি করতে গিয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) বিরোধীয় ভূমির টাইটেল বা স্বত্ব বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের কোন ক্ষমতা নেই। সেই ক্ষমতা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট সিভিল আদালতের রয়েছে। সুতরাং Conflict of judicial order & Proceeding এর কোন সম্ভাবনা এখানে নেই বলে আমি মনে করি। ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে **since mutation proceedings are summary in nature, having purely fiscal connotations, and do not determine the title of the parties thereto, there is no justification or necessity of staying the mutation proceedings on account of pendency of a dispute before the civil court. It is settled and is categorically provided under law that mutation orders are always subject to final orders between the parties that may be passed by the civil court.**

সার্বিক বিবেচনায় উক্ত আপত্তি মামলা বর্তমানে চলমান অবস্থায় চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে বাদীর নামজারি খতিয়ান বাতিল হইবে মর্মে অনিশ্চিত ভবিষ্যত ঘটনা ঘটার আশঙ্কায় উক্ত আপত্তি কেসের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রদান কোনভাবেই সমীচীন হবে না বলে আমি বিবেচনা করি। নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত পর্যালোচনায় বিবাদীপক্ষের কোন

কর্মকান্ড দ্বারা বাদীর শান্তিপূর্ন ভোগদখলে বিঘ্ন সৃষ্টি হবার সম্ভবনা তৈরী হয়েছে মর্মে দৃষ্ট হয়নি। সার্বিক বিবেচনায় অত্র আদালত এরুপ সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছে যে, মামলার এ পর্যায়ে বাদীপক্ষ আপাত Prima facie কেস প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা বাদীপক্ষের প্রতিকূলে এবং অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে বাদীপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে মর্মে দৃষ্ট হয়না। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষের অস্থায়ী নিষেধজ্ঞার প্রার্থনা নামঞ্জুরযোগ্য মর্মে বিবেচনা করি।

অতএব আদেশ হয় যে,

বাদী/ দরখাস্তকারীপক্ষ কতৃক আনীত গত ইং ১৩/০৬/২০২৩ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

উপরিউক্ত ভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম